Fourth Primary Education Development Program (PEDP 4)

Sub-Component : Education in Emergency

DLI. 11.3 Verification Documents

Public disclosure of safe school re-opening compliance repots prepared by Upazila Education Office as per school Re-opening Guideline for at least 20% of school (IDA repurpose New DLI).

September 2022

Directorate of Primary Education
Ministry of Primary and Mass Education

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	ডিএলআই প্রোটোকল	২
০২	ভূমিকা	৩-৪
০৩	মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	৫
০৪	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি	৬-৯
০৫	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	১০-১৩
০৬	সার্বিক মতামত	১৪
০৭	রিপোর্ট ফরম	১৫-১৬
০৮	সংযুক্তি সমূহ	১৭-

DLI Protocol 11.3

DLI Traget 11.2 (Year 4) Public disclosure of safe school re-opening compliance reports prepared by Upazila Education Officers as per School Re-opening Guideline for at least 20% of school.

Definitions: School Re-opening Guidelines refers to the approval guidelines of MOPME detailing the operational, health safety protocols for a school to re-open. Public discloser implies the information is disseminated on an accessible website or school notice board.

Achievement description: This target is considered achieved when the submitted evidences and verification confirms that compliance reports have been prepared by Upazila Education Officers as per School Re-opening Guideline for a at least 20% of re-opened schools.

Source of verification: The evidence to be submitted'(a) a consolidated summary report submitted by the UEOs and emdorsed by DPE (b) link(s) to DPE's websites) where all report are uploded.

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ

ভূমিকা ঃ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে গত ১৬ মার্চ ২০২০ সাল থেকে সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি দীর্ঘ হওয়ায় সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ "ঘরে বসে শিখি" কার্যক্রম শুরু হয়। এর পাশাপাশি গুগুলমিট, জুম এ্যাপস্, অন লাইন লাইভ ক্লাশ এবং মোবাইল এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মিনসিংহ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), কর্তৃক শিখন শেখানো কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য শিশুদের বাড়িতে বিষয়ভিত্তিক ওয়ার্কশীট বিতরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি শ্রেণিপাঠদান কার্যক্রমের জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কোভিড ১৯ পরিস্থিতির কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কোভিড ১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির পরামর্শসহ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আন্ত: মন্ত্রণালয়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪. ২০৯.২০-৪৬ নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশনা, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও জন প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম পুন: চালুকরণ ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা পত্র জারি করে। নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয় যে, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কখন বিদ্যালয় পুনরায় চালু করা যাবে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সে অনুযায়ী জাতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারিকৃত নির্দেশনা এবং WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank, CDC (USA) এর গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। তবে স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে এবং প্রতিটি শিশুর শিখন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করতে এই নির্দেশিকাটি ক্রমাগত অভিযোজন ও প্রাসঙ্গিকীকরণ করা প্রয়োজন হবে।

আন্ত: মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুণ: রায় চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। আন্ত: মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশা পত্র জারি করে (কপি সংযুক্ত)। বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ৬টি মাত্রা, নীতি নির্ধারণ, অর্থসংস্থান, নিরাপদে কার্যক্রম পরিচালনা, শিখন, সর্বাধিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌছানো নিশ্চিতকরণ এবং সুস্থ্যতা/সুরক্ষা ব্যবস্থ্য বিবেচনা করত; এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতি নির্ধারণ ও অর্থায়ন - এই মাত্রা দুটি সমন্বিতভাবে প্রত্যাশিত ও উপর্যুক্ত পরিবেশ তৈরি করে যা অন্য মাত্রাগুলোর জন্য সহায়ক হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ:রায় চালুর নির্দেশিকায় প্রদত্ত গাইড লাইনে কী কী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাইড লাইনের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ:রায় চালু করার জন্য একটি গাইড লাইন প্রস্তুত করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিত করে (কপি সংযুক্ত)। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম পুণ: চালুকরণ ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা স্মারক নং- ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৪৮.০০৫.২১.৭০ তারিখে : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ নির্দেশনা পত্র জারি করে।

নির্দেশনা পত্রের উদ্দেশ্যঃ এই নির্দেশনাটির মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিদ্যালয় পরিচালনা কার্যক্রম নিরাপদ করেতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে।

১. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ
২. স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং
৩. অবহিতকরণ ও প্রচারণা
৪. বিদ্যালয়ে আগমন ও বহির্গমণ
৫. আসন ব্যবস্থা ও শ্রেণি কার্যক্রম

নির্দেশনা পত্রেরর আলোকে সারাদেশে বিদ্যালসমূহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ:রায় চালু হয়েছে কিনা এর তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি তথ্য ফরম প্রসতুত করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

মাঠপর্যায়ে হতে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এদতসংক্রান্ত গাইড লাইন পর্যালোচনা।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ফরম তৈর।
- তথ্য সংগ্রহের ফরম যাচাই বাচাই করণ
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ফরম পূরণের জন্য বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মহোদয়ের সভাপত্তিত্বে জুম সভা করা হয়।
- জুম সভায় তথ্য সংগ্রহ ফরম পূরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং ফরম পূরণে কি কি তথ্য ব্যবহার করতে হবে তার উপস্থাপন করা হয়।
- উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদ্দি ডিএলআই শর্ত পূরণের আলোকে উপস্থাপন করা হয়।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি

ডিএলআই শর্ত পূরণের জন্য সারাদেশে ৬৫৫৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০% বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিদ্যালয় পূণ: চালুকরণ গাইড লাইন অনুসরণে ১৩১১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:চালুকরণ হয়েছে তার তথ্যাদি প্রয়োজন। ডিএলআই শর্ত পূরণের জন্য ৮ টি বিভাগের ৪৩টি জেলার ১০৬টি উপজেলার উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের বিবরণ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	মোট শিক্ষক সংখ্যা	মোট ক্লাষ্টার সংখ্যা
১		জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	১০৬	১৬২২৫	৬০৩	৪
২		জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	৪৭	৬১৮৬	২৭৯	২
৩		বগুড়া	কাহালু	১১৪	১৩৮৬৭	৬৪২	৫
৪		বগুড়া	গাবতলী	১৬৪	৪৬৬২০	৯২২	৮
৫		বগুড়া	ধুনট	২০২	৩০০৪৮	৯৯৫	৮
৬		বগুড়া	শিবগঞ্জ	১৬২	২২৯৩৩	১০০৪	৬
৭		বগুড়া	শেরপুর	১৩৭	২২২০১	৭৫৮	৫
৮		বগুড়া	সারিয়াকান্দি	১৬৮	২২৭৪৮	৭৮৪	৭
৯		বগুড়া	সোনাতলা	১২৪	১৬০১৩	৬৫১	৩
১০		নওগাঁ	নওগা সদর	১৪০	২৭২৭৬	৮৭২	৫
১১		নওগাঁ	পত্নীতলা	১৩৪	১৬৮৫০	৭০৯	৫
১২		নওগাঁ	পোরশা	৮৭	১৫৫৮৪	৪৩৫	৩
১৩		নওগাঁ	সাপাহার	৯৬	১৫০০৫	৫১৩	৩
১৪		রাজশাহী	গোদাগাড়ী	১৬৫	৩৪২২০	১০১৫	৫
১৫		রাজশাহী	তানোর	১২৮	২১১৬৭	৫৯০	৪
১৬		রাজশাহী	বাঘমারা	২২০	২৭৬৪৮	১০৪৮	৭
১৭		সিরাজগঞ্জ	উল্লাপারা	২৭৮	৫০৪০৪	১৪১৪	১১
১৮		সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	২৩৭	৩০৮২১	১৪২২	৬
১৯		সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	২৪৮	৫২২৫৩	১৪৮১	১০
২০	খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	১৫২	৩৫৭৪৬	৮৯১	৭
২১		কুষ্টিয়া	মিরপুর	১৪৩	২৬৮৫৬	৭৬০	৬
২২		চুয়াডাংগা	চুয়াযডাংগা সদর	১২১	৩০১০৮	৭১৫	৪

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	মোট শিক্ষক সংখ্যা	মোট ক্লাষ্টার সংখ্যা
২৩		ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	১৫০	২৯৯১৫	৯০১	৫
২৪		ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	২১৬	৩২৩২৬	১২৫৫	৮
২৫		ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	১৮১	৩৬২৩৩	১০৫১	৮
২৬		নড়াইল	কালিয়া	১৫৬	২১৭৪৮	৮০৯	৫
২৭		নড়াইল	লোহাগাড়া	১৬৪	২৬১৫২	৮৩৭	৬
২৮		সাতক্ষীরা	তালা	২১১	২৬৬০০	১৭৫	৮
২৯		সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	১৯১	৩৭৮২৭	১০৩৬	৭
৩০		সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	২০২	৩৫৯৬১	১২৬৭	৭
৩১		খুলনা	ডুমুরিয়া	২১৪	২২৬৭৬	১০৬১	৮
৩২		খুলনা	পাইকগাছা	১৬৭	২১৫০৬	৮১৯	৬
৩৩		খুলনা	ফুলতোলা	৫৬	৯৫৩৬	৩৮২	২
৩৪	ঢাকা	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	১৬২	২০৯৮০	৭৭৮	৭
৩৫		টাঙ্গাইল	টাংগাইল সদর	১৬৪	৪২৬৪২	৯৫৬	৮
৩৬		গাজীপুর	কাপাসিয়া	১৭৯	২৬৭৫৯	১০১৯	৮
৩৭		গাজীপুর	শ্রীপুর	১৬৬	৩৬৯০৬	৯৯৫	৭
৩৮		ঢাকা	ধামরাই	১৭১	৩৫১০৫	১০৮৬	৮
৩৯		ঢাকা	নবাবগঞ্জ	১৩০	২৮৬৩৫	৮২৮	৬
৪০		ঢাকা	সাভার	১২১	২৮০৯২	৯৪২	৬
৪১		নারায়নগঞ্জ	সোনারগাঁ	১১৩	২৪১২২	৭১২	৬
৪২		নারায়নগঞ্জ	আড়াইহাজার	১২৪	৫৩৩২৫	৭৭৬	৬
৪৩		মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদি খান	১২৮	২৬৬৩৫	৭৭২	৫
৪৪		মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	১১২	৩৪৪৬৪	৭৫১	৬
৪৫		মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর	১১৬	২৪২৪৭	৬২০	৫
৪৬		ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	১৫৪	৩৩৭১০	৯৫৫	৬
৪৭		ফরিদপুর	সদরপুর	১৩০	২১৫৫৪	৬৬৮	৪
৪৮		মাদারীপুর	কালকিনি	১৯৯	৩২৫৫০	১০৩৬	৮
৪৯		মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	২০৩	৩৪৮৯৩	১০৫৫	৮
৫০		মাদারীপুর	রাজৈর	১৩৮	৩৭৫৭৬	৬৩৬	৫
৫১		শরীয়তপুর	জাজিরা	১২৩	১৮৪৯২	৬৩২	৪

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	মোট শিক্ষক সংখ্যা	মোট ক্লাষ্টার সংখ্যা
৫২		শরীয়তপুর	নড়িয়া	১৩১	২৯৪৫৬	৭০৫	৬
৫৩		শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	১৫১	৩৯৩৭৬	৯১৫	৬
৫৪		শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	১২৭	২৫০৪৮	৬৫৯	৫
৫৫		গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	১৮৭	২২৭৮৮	৯৫২	৬
৫৬		গোপালগঞ্জ	মোকসেদপুর	১৯৯	৩১৫৩৯	৯৫৫	৮
৫৭	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর	১৩০	৪০০৫৮	৮৮৮	৫
৫৮		ব্রাহ্মনবাড়িয়া	সরাইল	১২৬	৪২২০৯	৭০৬	৬
৫৯		ব্রাহ্মনবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	১৩৯	৩৪৮৯৮	৮৪৭	৬
৬০		ব্রাহ্মনবাড়িয়া	নাছিরনগর	১২৬	৫০১৬৭	৬৬০	৬
৬১		ব্রাহ্মনবাড়িয়া	বিজয়নগর	১০০	২১৩০৯	৬৪৪	৪
৬২		কুমিল্লা	মুরাদনগর	২০৪	৫৭৫৯৮	১২৩০	৯
৬৩		কুমিল্লা	বরুড়া	১৫৪	৩৬১২১	১০০৫	৬
৬৪		কুমিল্লা	মেঘনা	৬৫	৮৪৬৯	৩৬৭	২
৬৫		কুমিল্লা	লালমাই	৬৭	১৪০৯০	৪০৪	২
৬৬		কুমিল্লা	লাঙ্গলকোর্ট	১৫১	৫১২০৮	১০১২	৫
৬৭		ফেনী	দাগনভূঞা	১০২	২৮৬৭৬	৬২২	৪
৬৮		লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	২৮৬	৫৫৬৬১	১৬৪৮	১৩
৬৯		চট্টগ্রাম	সন্দীপ	১৫০	২৯১১০	৮৭১	৭
৭০		চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১৬০	৩৮১৩২	১০৩২	৭
৭১		চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	১৫০	২৭২৩২	৭০৩	৭
৭২		কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	১০৩	২৪৫১৬	৬৫৪	৫
৭৩		রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি	১১৬	১২২০৫	৩৯৮	৩
৭৪		রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	৫৩	৫০০৪	২৮২	২
৭৫		রাঙ্গামাটি	রাজস্থলী	৫৩	৪১৮১	২১৫	১
৭৬		বান্দরবান	আলীকদম	৫০	৪৪০৪	২৫৩	২
৭৭	বরিশাল	বরিশাল	উজির পুর	১৮১	২২৬৯৩	৯৪৪	৬
৭৮		বরিশাল	গৌরনদী	১৩১	১৯৯৪৯	৭০২	৬
৭৯		বরিশাল	বরিশাল সদর	২০৪	৬৩৩৮১	১৩০৯	৯

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	মোট শিক্ষক সংখ্যা	মোট ক্লাষ্টার সংখ্যা
৮০		বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	২৮০	৩৭৪৫৬	১৩৮৮	১২
৮১		বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	২০৮	৪৩১৪০	১১৮৫	৭
৮২		পিরোজপুর	নাজির পুর	১৮২	১৯৮৭৯	৮৯৫	৮
৮৩		পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	১৩৪	১৮২৮১	৬৯৬	৮
৮৪		পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	২০৭	২৫২৪১	১০০৫	৯
৮৫		পিরোজপুর	নেছারাবাদ	১৭০	২০৩৮৪	৯৭৭	৬
৮৬		বরগুনা	বরগুনা সদর	২২৮	৪৬৬৪৯	১১১৯	১০
৮৭		বরগুনা	বেতাগী	১২৯	১৫১২৯	৬৭০	৫
৮৮		পটুয়াখালী	কলাপাড়া	১৭১	২৮২৯০	৭২২	৫
৮৯		পটুয়াখালী	গলাচিপা	১৯৬	৩৫৩৮৫	১১৪৭	৯
৯০		ভোলা	বোরহান উদ্দিন	১৫৬	৩৩৭৯৭	৭৮২	৬
৯১		ভোলা	ভোলা সদর	২১০	৫৪৩৭৫	১১৭০	৮
৯২	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	১৯৪	৩০৯২৫	৮৬১	৭
৯৩		সিলেট	কানাইঘাট	১৩০	৪৭২৮৫	৭৫২	৫
৯৪		সিলেট	বিশ্বনাথ	১৩৩	২৩১৪০	৭০২	৭
৯৫		সিলেট	জকিগঞ্জ	১৩৬	৩৪১২৬	৭১৩	৬
৯৬		সিলেট	গোপালগঞ্জ	১৮০	৩০৩০৬	৯৮১	৮
৯৭		সিলেট	বিয়ানীবাজার	১৫০	২১৯৩৭	৮৪৪	৭
৯৮	রংপুর	রংপুর	গংগাচড়া	১৭৮	৪৬৬৭০	৯৭০	৭
৯৯		দিনাজপুর	হাকিমপুর	৪৬	৬৩০০	২৬১	২
১০০		কুড়িগ্রাম	উলিপুর	২৬৮	৪৯৮৯৮	১৪৩২	৯
১০১		গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	২১৬	৩৭০১০	১১৫২	৯
১০২		ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	১৮৮	৩৬৩৯৯	৯১০	৭
১০৩	ময়মনসিংহ	শেরপুর	শেরপুর সদর	২০৫	৩৩৭৬৯	১১৩৭	৯
১০৪		ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	১৪০	৩৮২০৩	৮৯৮	৬
১০৫		ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	৯০	১৮৬৯৯	৪৭৪	৩
১০৬		নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	১৭২	৩৩০৭৮	১৯৫	৫
	সর্বমোট			১৬৪০৭	৩১৪৭১৭৫	৮৮৯৩৩	৬৫১

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয় পুণ: চালুকরণের বিষয়ে তথ্যাদি নিম্নে ছক অনুসারে উপস্থাপন করা হলো।

১। উপজেলা/থানা	:	১০৬ টি
২। জেলা	:	৪৩
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	১৬৪০৭
৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যা	:	৬৫১
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	:	৩১৪৭১৭৫
৬। মোট শিক্ষক সংখ্যা	:	৮৮৯২৩
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখ	:	১২/০৯/২০২১ খ্রিঃ
৮। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	০
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নাম	:	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইল	:	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইল	:	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

১. কোভিড-১৯ পরিস্তিতিতে বিদ্যালয় পুণ:রায় চালু করণের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) বিষয়ে ১০৬টি উপজেলার প্রাপ্ত কমন তথ্যাদি নিম্নরূপ:

- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে;
- নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়েছে;
- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- চলমান পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- মাস্ক এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- হ্যান্ড সেনিটাইজারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- মাইকিং করে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে;
- বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পর্যাপ্ত ব্লিচিং পাউডার চিটানো হয়েছে;

- ফিনাইল দ্বারা শ্রেনিকক্ষ ধৌত করা হয়েছে;
- শ্রেণিকক্ষের শাখা পুণ: বিন্যাস্ত করণ করা হয়েছে;
- বাথরুমে হাত ধোয়ার সাবান, হারপিক নিশ্চিত করা হয়েছে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা হয়েছে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- শ্রেণিকক্ষে ময়লা ফেলার জন্য প্রতি শ্রেণিতে ঝুড়ির এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;

২. হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ উপজেলা হতে প্রাপ্ত ১৬৪০৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬৪০৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি) বিষয়ে ১০৬ উপজেলার কমন তথ্যাদি নিন্মরূপ:

- শিক্ষার্থীদের অভিভাবেকের মোবাইল নম্বর রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে;
- প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
- শ্রেণি ভিত্তিক শিক্ষককে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হয়েছে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থী অসুস্থ্য হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা নিশিচত করা হয়েছে;

৪. বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি) বিষয়ে ১০৬ উপজেলার কমন তথ্যাদি নিন্মরূপ:

- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন;
- সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইসটুফেইস, গুগল মিট, জুম মিটি, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি

৫.০ বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি) বিষয়ে ১০৬উপজেলার কমন তথ্যাদি নিন্মরূপ:

- বরাদ্দকৃত অর্থ: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে স্লিপ বরাদ্দ
- স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

০১ ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা
উপজেলা হতে প্রাপ্ত ১৬৪০৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬৪০৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার ক্রয় ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

০২ কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা
উপজেলা হতে প্রাপ্ত ১৬৪০৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬৪০৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যে কোভিড আক্রান্ত শিক্ষকের সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারে সরাসরি তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

০৩ কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা
উপজেলা হতে প্রাপ্ত ১৬৪০৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬৪০৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যে কোভিড আক্রান্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারে সরাসরি তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

০৪ বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)

- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই নিশ্চিত করা হয়েছে;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে;
- কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ এর জন্য প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারে তথ্যাদি আপলোড করা হয়েছে।

০৫ শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি

- শিফটভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে
- শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে
- ডিপিই, এনসিটিবি, নেপ, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ওয়ার্কশীট শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শিখন ঘাটতি পূরণে শ্রেণিপাঠদানে সময় দূর্বল শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা হয়েছে;

০৬ শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/

- গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে;
- সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;
- হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;

০৭ কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি;

- বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা;
- উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা;
- সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের একধরণের ভীতি;
- স্বাস্থ্যবিধি কে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল;
- দারিদ্রতা বৃদ্ধিজনিত কারণে ঝড়ে পড়া বৃদ্ধি পেয়েছে:
- দীর্ঘদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিখন ঘাটতি প্রকট হয়েছে;
- শিখন ঘাটতি পূরণ করা শিক্ষকের জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল;

০৮ যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ

- অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;
- অভিভাবক, মা সমাবেশ করা হয়েছে:
- স্থানীয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা ;

সার্বিক মতামত:

কোভিড-১৯ পরিস্থিতেতে বিদ্যালয় পুণ: চালকুরণ বিষয়ে আন্ত: মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত নির্দেশিকা ইত্যাদির আলোকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ পূণ: চালুকরণ বিষয়ে জোরদার কার্যক্রম সঠিকভাবে শুরু করা হয়। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে গমণ করে ব্যবস্থা গৃহীত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয় (কপি সংযুক্ত)। অধিকন্ত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গাইড লাইনের আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ক্রয় করার জন্য স্লিপ ফান্ড হতে অর্থ ছাড় করা হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুণ: চালু করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় সমূহের ওয়াশ ব্লক সংস্কার ও মেরামত ও সম্পূর্ণ করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করেন (কপি সংযুক্ত)। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুণরায় চালু করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার সম্পূর্ণ করণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ পত্র প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)। আন্ত: মন্ত্রণালয়ের আলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম (১) ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে ১ দিন এবং (২) ৫ম শ্রেণিতে সপ্তাহে ৬ দিন পাঠদান কার্যক্রম চলমান থাকবে উল্লেখ করে মহাপরিচালক মহোদয় মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে পত্র পেরণ করেন (কপি সংযুক্ত)। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ২০ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ সম্পূর্ণ করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে পত্র প্রেরণ করেন। কপি সংযুক্ত)। কোভিড১৯ পরিস্থিতিতে প্রণীত "বার্ষিক পাঠ পরকল্পনা-২০২১" (শিক্ষণ ঘাটতি পরিকল্পনাসহ) বিষয়ে অন লাইন ও অফ লাইন অবহিতকরণ সভা আয়োজনের জন্য মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহকে পত্র প্রেরণ করেন (কপি সংযুক্ত)। উপরোক্ত সকল কার্যক্রম সমূহ অর্থাৎ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত পত্রসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাঠপর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে পত্র প্রেরণ করেন (কপি সংযুক্ত)।

অতএব, উপরোল্লিখিত গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ ও সঠিক মিনিটরিং এবং ফলপ্রসূ যোগাযোগের মাধ্যেমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেটি বিদ্যালয় পুণ: চালুকরনণ সহজ হয়েছে৷ ১০৬ টি উপজেলার ১৬৪০৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অথ্যাৎ ১০০ ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ: চালুকরণ হয়েছে৷ তৎপ্রেক্ষিতে, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৪) এর ২০২২-২০২৩ এর ডিএলআই ১১.৩ সকল ভেরিফিকেশন ডকুউমেন্টস এর আলোকে নিস্পত্তি করা যেতে পারে৷

সংযুক্তিঃ

১. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পত্র।
২. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে জারিকৃত পত্র।
৩. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ: চালুকরণের "তথ্য সংগ্রহ ফরম"।
৪. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ: চালুকরণের "তথ্য সংগ্রহ ফরম" এর আলোকে সংগৃহীত সাধারণ তথ্যাবলী।
৫. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুণ: চালুকরণের একটি উপজেলার পূরণকৃত তথ্যাবলীসহ "তথ্য সংগ্রহ ফরম"।
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রেরিত পত্র।
৭. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রেরিত পত্র।
৮. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম গ্রহণের পত্র।
৯. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রণীত বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ২০২১ (শিখন ঘাটতি পরিকল্পনাসহ) বিষয়ে অনলাইন/অফলাইন অবহিত করণ সভা আয়োজনের জন্য মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিং কে পত্র।
১০. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মাঠপর্যায়ে প্রেরিত পত্রসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মাঠপর্যায়ের কম©কর্তাদের পত্র।
১১. উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে প্রাপ্ত ১০৬টি উপজেলার তথ্য পৃষ্ঠা।

রিপোর্ট ফরম

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর ৪র্থ বছর অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের

Sub-Component: Education in Emergency আওতায় এর **DLI. 11.2** Public disclosure of safe school Re-opening compliance repots prepared by Upazila Education Office as per school Re-opening Guideline for at least 20% of school (IDA repurpose New DLI) এর তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত ছক প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত ছকের আলোকে সারাদেশে উপজেলা শিক্ষা অফিসার হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ছকটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

১। উপজেলা/থানাঃ			
২। জেলাঃ			
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ		৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ			
৮। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ			
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ			
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ			
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ			

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	•
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্ধ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	•

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	•
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	•
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	
০৮	যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	•